সংবাদ

16 JUN 2007
তারিখ 16 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ভার্সিটি

৪শ' ডাক্তারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু : ৬ জনের নিয়োগ বাতিল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন চিকিৎসকের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার তাদের নিয়োগ বাতিলের নোটিশ সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয়েছে। নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিন পর তাদের চাকরির নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে। অন্যদিকে জোট সরকারের শেষ সময়ে তড়িঘড়ি করে নিয়োগ দেয়া ৪শ'রও বেশি চিকিৎসকের নিয়োগ জালিয়াতি নিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ের কমিটি তদন্ত শুরু করেছে। বিএনপি সমর্থক ড্যাব নেতারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নাম ব্যবহার

নিয়োগ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৩

নিয়োগ : বাতিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে ওই ৪শ' চিকিৎসককে চাকরি দিয়েছেন। তারা দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ছাত্রদল নেতা ছিলেন বলে জানা গেছে। ওই ৪শ' জনের মধ্যে অনেকের নিয়োগই বাতিল হতে পারে। মেডিকেল ভার্সিটির একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

নিয়োগ বাতিল করা ৬ চিকিৎসক হলেন- ডা. নূর মোহাম্মদ শরীফ আশ শামস (সার্জারি বিভাগ), ডা. রেজোয়ানা শারমিন (সার্জারি বিভাগ), ডা. আশেক রহমান (প্রস্থোডনটিকস বিভাগ), ডা. মো. ইয়াসির আরশাদ রাজন (মেডিসিন বিভাগ), ডা. মোসাম্মৎ মুশতারি জান্নাত (ওর‍্যাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারি বিভাগ), ডা. মোহাম্মদ নুরুল আফসার (শিশু বিভাগ)। এই ৬ জন চিকিৎসককে গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শেষ সময়ে ড্যাব নেতারা নিয়োগ দিয়েছেন। সিন্ডিকেটের অনুমোদন না থাকায় গত ২৭ মে সিন্ডিকেট সদস্যদের বৈঠকে গোপন ভোটে তাদের চাকরির নিয়োগ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিন্ডিকেটে গোপন ভোটের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার লক্ষ্যে ভার্সিটির নীতিমালা অনুযায়ী এক মাসের নোটিশ দেয়া হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে- যাদের চাকরি বাতিল করা হয়েছে তারা এরই মধ্যে প্রশাসনের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের দিয়ে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। অনেকে প্রভাবশালীদের পরিচয় দিয়ে তদবির করছেন বলেও জানা গেছে।

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক মো. তাহির 'সংবাদ'কে জানান, মেডিকেল ভার্সিটির সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬ চিকিৎসকের চাকরি নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে।

ভিসির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি সরকারের শেষ সময়ে ও বিএনপির পছন্দের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (পদত্যাগী তত্ত্বাবধায়ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রভাব বিস্তার করে ড্যাব নেতারা দলীয় বিবেচনায় (২০০+২০০=৪০০) ৪শ' চিকিৎসককে নিয়োগ দিয়েছেন। সম্প্রতি সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে তাদের ব্যাপারে জোর তদন্ত শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও মেডিকেল ভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে গঠিত তদন্ত কমিটি দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত এ ৪শ' চিকিৎসকের ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে। তাদের নিয়োগের ফাইল তদন্ত কমিটির কাছে দেয়া হয়েছে। অনেকের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। প্রশাসনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ড্যাব নেতারা জোরপূর্বক দলীয় বিবেচনায় খালেদা জিয়ার কথা বলে ওই নিয়োগপত্র সই করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন।

৪শ' চিকিৎসক নিয়োগ দেয়ার সময় প্রো-ভিসিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রতিবাদ জানালে ড্যাবের ৩ নেতা ভিসির কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিয়োগপত্রে সই আদায় করেন।

অভিযোগ রয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার এসাইনমেন্ট অফিসার ডা. ফিরোজ মাহমুদ ইকবালসহ বিএনপির অনেক নেতাকর্মীর স্বজনরা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই রাতারাতি প্রভাব বিস্তার করে সহকারী রেজিস্ট্রার, সুপারসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে তড়িগড়ি করে পদোন্নতি নিয়েছেন। এসব পদোন্নতি নিয়ে তদন্ত চলছে। এ রকম পদের সংখ্যা ১৯। সরকারের অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জালিয়াতি নিয়ে তদন্ত করছে। এ কারণে মেডিকেল ভার্সিটিতে অনেকের মধ্যে চাকরি হারানোর আতঙ্ক বিরাজ করছে।